দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 NOV 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

সার্বজনীন সাক্ষরতার জন্য ২৫ বৎসর বসিয়া থাকার সময় নাই

প্রেসিডেন্ট

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস ৫ (১০ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট
(১ম পৃঃ পর)

বৎসরের মধ্যে সার্বজনীন সাক্ষরতার লক্ষ্যে শহর, গ্রাম, বন্দর, বস্তীতে মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা আন্দোলনের মত কাজ শুরু করার আহ্বান জানাইয়াছেন। গতকাল বাংলাদেশ গণসাক্ষরতা সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তনে গণশিক্ষক সমাবেশে তিনি সতর্ক করিয়া দেন, ২৫/৩০ বৎসর বসিয়া থাকিবার সময় নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত পাল্লা দিয়া নিরক্ষরতার হার বাড়িতেছে।

এ সমাবেশে ইউনিসেফের বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি কোল পি ডজ প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয়িত সম্পদের ৬৫ ভাগ অপচয় হওয়ার তথ্য তুলিয়া ধরিয়া বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০ জনকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারিলেও ২০২৫ সনের মধ্যে বাংলাদেশে ৭৫ ভাগ মানুষ শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। খোন্দকার বজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকার, ইউএনডিপি প্রতিনিধি উইষ্টন টেম্পল, সংগঠনের মহাসচিব মোহাম্মদ ওসমান গনি বক্তব্য রাখেন।

প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, নিজেদের উপর প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার মত নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধে, জিয়ার শাসনে, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যেমনটি দেখা গিয়াছিল; তেমন নেতৃত্ব গ্রাম প্রতি ১৪০০ নিরক্ষরকে বৎসরে ৩০০ জন করিয়া ৫ বৎসরে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রতি গ্রামে ৫/৬ জন ত্যাগী কর্মী গড়িতে পারে এ হিসাব বিদেশী সাহায্যদাতারা বুঝিবেন না। জিয়ার আমলে আঠারো মাসে ৪০ লক্ষ লোককে সাক্ষরতা দান করা হইয়াছিল।

শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকার বলেন, দেশে শিক্ষার হার কমিতেছে। কেবল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া নয়, শিক্ষিত যুবকরা প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে ১ ঘন্টা জীবনমুখী জ্ঞান ও সাক্ষরতায় জনগণকে শিক্ষিত করিতে নামিলে খুব স্বল্প ব্যয়ে দেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে। উইষ্টন টেম্পল বলেন, বাংলাদেশে ৬৭ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। এ হার বিশ্বমানের তিনগুণ। ইহা মৌলিক অধিকারে জনগণকে বঞ্চিত রাখার শামিল। খোন্দকার বজলুল হক ও ওসমান গনি গণশিক্ষা অফিসকে পৃথক পরিদপ্তরে রূপান্তরের দাবী জানান এবং গণশিক্ষাকে সাইন বোর্ডসর্বস্ব রাজনৈতিক আসরে পরিণত করার বিরোধিতা করেন।